কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সরকারীকরণের পাকে পড়ে বেতনই বন্ধ

প্রাথমিকের লাখো শিক্ষকের ভোগান্তি

শরীফুল আলম সুমন ▶

সরকারীকরণের প্যাঁড়াকলে পড়ে তিন মাস ধরে বেতনই পাচ্ছেন না সদ্য জাতীয়করণ করা বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক। গত আগস্ট মাস পর্যন্ত তাঁদের এমপিওভুক্তি হিসেবে বেতন দেওয়া হয়েছে। আর গত বৃহস্পতিবার ছাড় করা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, তাদের জন্য সেপ্টেম্বর পর্যন্তই বরাদ্দ ছিল—যা ছাড় করা হয়েছে। পরের মাসগুলোর বেতন দেওয়ার মতো তাদের কাছে কোনো টাকা নেই। মন্ত্রণালয়ও নতুন করে বরাদ্দ দিচ্ছে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এসব শিক্ষককে অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয়নি বলেই সরকারি বেতনের আওতায় নেওয়া যাচ্ছে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় অধিগ্রহণ শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রায় এক লাখ শিক্ষকের সব প্রক্রিয়া শেষ করতে একটু সময় লাগছে। অন্য কোনো সমস্যা নেই। এ ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতেও দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে আশা করছি, আগামী মাসের মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে পারব। শিক্ষকরা মার্চ মাসের শুরুতে সরকারি স্কেলেই ফেব্রুয়ারির বেতন পাবেন। আর আগের বকেয়া বেতনও বিলের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।'

তবে আরো প্রায় দুই মাস অপেক্ষার খবরে হতাশ শিক্ষকরা। ঠাকুরগাঁও জেলার ভোপলাখামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সিরাজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ। আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। বেতন না পেয়ে সারা বছরই বাকি বকেয়া খেয়েছি। মনে করেছিলাম, ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

সরকারীকরণের পাকে পড়ে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

এ বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে। যেসব দোকান থেকে বাকি খেয়েছি, জানুয়ারিতে তাদের হালখাতা চলছে। এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি। শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করলে তারা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিতে বলে।'

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ার মধাহিরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'সরকারি বেতন স্কেলে দিতে না পারলে অন্তত এমপিওভুক্তির টাকা চালিয়ে যাক। তাও দিচ্ছে না। খুবই কঠিন অবস্থায় জীবনযাপন করছি। আর কেউ সঠিকভাবেও বলতে পারছে না কবে থেকে সরকারি বেতন পাব।'

সাবেক বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একাংশের মহাসচিব মো. মাহবুবুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিকের এই শিক্ষকদের অধিকাংশই হতদরিদ্র। অনেক শিক্ষক আমার কাছে ফোন করে কান্নাকাটিও করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণা ও গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পরও কেন যে সব প্রক্রিয়া শেষ করতে এত দেরি হচ্ছে তা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, 'মন্ত্রণালয় থেকে বলেছে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যেই অধিদপ্তরের কাছে এসব শিক্ষককে ন্যস্ত করা হবে। যদি তা করতে পারে তাহলে শিক্ষকরা মার্চের প্রথমে, দেওয়া ফেব্রুয়ারির বেতন সরকারি স্কেলে পাবেন। আর যতদিন সরকারি স্কেলে বেতন দেওয়া না হয় ততদিন মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্তির টাকা চালিয়ে গেলেও শিক্ষকদের দুর্দশা লাঘব হতো। কিন্তু সেপ্টেম্বরের পর থেকে এমপিওভুক্তির আর কোনো বরাদ্দ না থাকায় তাও দিতে পারছি না আমরা।'

জানা যায়, গত বছরের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই বছরের ১ জানুয়ারি থেকেই ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এসব বিদ্যালয়ের এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরিও তিন ধাপে সরকারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রথম ধাপে গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকেই ২২ হাজার ৯৫৬টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯১ হাজার ৮২৪ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হবে বলে জানানো হয়। আর বাকি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলোও পর্যায়ক্রমে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত হয়। কিছুটা দেরিতে হলেও গত ৩ নভেম্বর জাতীয়করণ ও সরকারীকরণের গেজেটও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঝুলে যায় বেতন।